বিভেদ-বিভক্তি এড়িয়ে দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার

লুঝিয়ানা-আলাবামা-মিসিসিপি প্রবাসীদের সমাবেশ

লুঝিয়ানা থেকে বিশেষ সংবাদদাতা : যুক্তরাষ্ট্রের লুঝিয়ানা, আলাবামা এবং মিসিসিপি স্টেটের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভিন্ন পেশায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী বাংলাদেশীদের একটি মিলনমেলায় নতুন

(বাকী অংশ ৬০ পাতায়)

লুধিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে খাদ্য গ্রহণের লাইন। ছবি-ঠিকানা।

লুধিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে ভাড়াটে চাই নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দ। ছবি-ঠিকানা।

লুধিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে সঙ্গীত পরিবেশন করছে হেভরিয়ান এবং কী বোর্ডে রিচার্ড ও গর্ডন। ছবি-ঠিকানা।

লুধিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে সুধীর একাংশ। ছবি-ঠিকানা।

লুধিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে সঙ্গীত পরিবেশন করছে ছোট্টমণি আদ্রিজা, হারমোনিয়ামে তার মা মলি ভট্টাচার্য। ছবি-ঠিকানা।

লুধিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে ছায়ানৃত্যে প্রজ্ঞা এবং সুমাইতা। ছবি-ঠিকানা।

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে ছায়া নৃত্যে শারমিন ও নাসরিন। ছবি-ঠিকানা।

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে নৃত্যে সুমাইতা। ছবি-ঠিকানা।

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে বিরাঙ্গনা নাটিকায় ড. শায়লা খান। ছবি-ঠিকানা।

বিভেদ-বিভক্তি এড়িয়ে দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার

(৬০ পাতার পর)

মজবুত করে গড়ে তুলতে পারবেন তিনি প্রবাসে নিজ প্রজন্ম, পরবর্তি প্রজন্ম এবং স্বদেশের মঙ্গলার্থে ততবেশী অবদান রেখে যেতে পারবেন। জনাব রব সুধীজনের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, নিজের ভবিষ্যত রচনায় ব্যর্থজনেরা কীভাবে অন্যের ভবিষ্যত রচনা এবং স্বদেশের সমৃদ্ধির জন্য ইতিবাচক কিছু করতে সমর্থ হবেন? অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও স্বাগত বক্তব্য দেন ইউনিভার্সিটি অব নিউঅর্লিন্সের ভূতত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারওয়ার। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বার্তা সংস্থা এনার সম্পাদক লাবলু আনসার। জনাব লাবলু বলেন, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কম্যুনিটির সার্বিক কল্যাণে(বাকী অংশ ১০৮ পাতায়)

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশের একাংশে। ছবি-ঠিকানা।

ড. মোস্তফা সারোয়ার

ড. শমীম চৌধুরী

ড. রফিউল হাসান

ড. আনসারী খান

ড. মুনীর মোরতবা

শাবলু আনসার

ড. শিবলী

কামরুন জিনিয়া

ড. রুপা

বিভেদ-বিভক্তি এড়িয়ে দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার

(প্রথম পাতার পর)
প্রজন্মকে হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত বাংলা সংস্কৃতির সাথে পরিচিত রাখার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। এছাড়া সুদূর এ প্রবাসে যে কোন ধরনের বিভেদ-বিভক্তি এড়িয়ে বাংলাদেশের স্বার্থে সকলে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গিকারেরও পুনর্ব্যক্ত করা হয়। স্বদেশ সংস্কৃতির জয়গানের ব্যতিক্রমধর্মী এ অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহায়তা করেন লুথিয়ানা স্টেটে বাংলাদেশের অনারারী কনসাল জেনারেল মার্কিন ব্যবসায়ী থমাস বি কোলম্যান এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ঠিকানার প্রেসিডেন্ট ও সিওও সাঈদ-উর রব। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব রব বলেন, সত্যিকার অর্থে কোন কাজই কারো একক উদ্যোগ, প্রচেষ্টা, শ্রম, মেধার, আবেগ, অনুভূতিতে সাফল্যের

লুজিয়ানা ঃ উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি লালন এবং বিকাশে নিরন্তর প্রয়াসরত ঠিকানা পত্রিকার প্রেসিডেন্ট সাঈদ-উর রবকে কম্যুনিটির পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন ইউনিভার্সিটি অব নিউঅর্লিন্সের ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারোয়ার। পাশে অনুষ্ঠানের হোস্ট কামরুন জিনিয়াকে দেখা যাচ্ছে। ছবি-ঠিকানা।

ছুঁতে স্পর্শ করতে পারে না। তাই ইতিমধ্যেই আমরা যে সব কাজে স্বীকৃতি ও সম্মান অর্জন করেছি তার জন্যে ছোট-বড় সকলকে সম্মান দিতে হবে। তিনি বলেন, জীবনের বাঁকে বাঁকে, পদে পদে হাজারো জটিলতা, সীমাবদ্ধতা, স্বদেশ থেকে বয়ে আনা পশ্চাৎপদতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, হীনমন্যতার সংস্কৃতির বিষেও আমরা সর্বমুহূর্তে জর্জরিত। এহেন

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে উচ্চাঙ্গ নৃত্যে হৃদি। ছবি-ঠিকানা।

অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে সম্মিলিত উদ্যোগের বিকল্প নেই। জনাব রব বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই এদেশে ভবিষ্যত রচনার উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিজের ভবিষ্যত যে যত (বাকী অংশ ৬৫ পাতায়)

লুজিয়ানা ঃ ভাড়াটিয়া চাই নাটকের একটি দৃশ্য। ছবি-ঠিকানা।

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশের একাংশ। ছবি-ঠিকানা।

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে কাপড়ের স্টল। ছবি-ঠিকানা।

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশের একাংশে। ছবি-ঠিকানা।

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে বই-এর স্টল। ছবি-ঠিকানা।

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে সুধীর একাংশ। ছবি-ঠিকানা।

লুজিয়ানা ঃ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে সুধীর একাংশ। ছবি-ঠিকানা।

বিভেদ-বিভক্তি এড়িয়ে দেশের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার

(৬৫ পাতার পর)

ঠিকানা তার ভূমিকা রেখে চলেছে। শতপ্রতিকূলতায়ও তা থেকে বিন্দুমাত্র সরে দাঁড়ায়নি ঠিকানা এবং এটিই হচ্ছে ঠিকানার বিশাল জনপ্রিয়তার মূলমন্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী উপরোক্ত এটি স্টেটের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন অথবা অধ্যাপনা করছেন। স্ব স্ব পেশায় তারা ইতিমধ্যেই অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

'বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' শিরোনামের দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানটি হয় ব্যাটনরুজে প্রেইরিভিলে সিটিতে ফেলোশিপ চার্চের মিলনায়তনে। এ আয়োজনের নেপথ্যে ছিলো সাংস্কৃতিক সংগঠক, কবি কামরুন জিনিয়ার নেতৃত্বাধীন 'আকাশলীনা'। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন লুজিয়ানার ব্যাটনরুজে অবস্থিত আওয়ার লেডি অব দ্য লেক কলেজের স্বাস্থ্যসেবা প্রশাসনের সহকারী অধ্যাপক ড. রিয়াজ ফেরদৌস শিবলী। আয়োজকরা বলেন, কমুনিটির সর্বস্তরের লোকজনের আন্তরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে প্রতি বছরই এ অনুষ্ঠান হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আমাদের অগাধ মমত্ববোধের জাগরণ ঘটবে, একইসাথে কমুনিটির সম্প্রীতির বন্ধনকেও সংহত করা সহজ হবে।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও সুন্দর-পরিপাটি এ অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবিতা পাঠের আসর বসে। আয়োজক কামরুন জিনিয়ার উপস্থাপনায় এতে অংশ নেন নিউ অর্লিন্স ইউনিভার্সিটির নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারওয়ার, নিউ অর্লিন্স কমুনিটি কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক শামীম চৌধুরী, নিউ অর্লিন্স কমুনিটি কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ড. মুনীর মুজতবা আলী, সন্দ্বীপ, সানিয়া তামান্না রুপা, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ড. রবিউল হাসান, জ্যাকসন স্টেট ইউনিভার্সিটির পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. আনসারী খান, লুজিয়ানা স্টেট ইউনিভার্সিটির পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সুলতান পারভেজ এবং উপস্থাপিকা নিজে।

উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রসারে নিরন্তর প্রয়াস চালানোর সাথে সাথে কমুনিটিকে দেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত রাখার জন্যে ঠিকানার প্রেসিডেন্ট তথা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট হস্তান্তর করেন প্রবাসীদের পক্ষে ইউনিভার্সিটি অব নিউঅর্লিন্সের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারওয়ার। তিনি তাঁর বক্তব্যে সাঈদ-উর রবকে উপস্থাপনকালে বলেন, এই কমুনিটিকে এগিয়ে নিতে ঠিকানা তথা সাঈদ-উর রবের যে কমিটমেন্ট তা বলে শেষ করা যাবে না। জনাব রব বাংলাদেশকেও অনেক কিছু দিয়েছেন সেরা ক্রীড়াবিদ হিসেবে। প্রবাসে বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিভাবানদের এ্যাওয়ার্ড দিয়ে উৎসাহিত করছেন এবং ইমিগ্রেশন আন্দোলনে সক্রিয় রয়েছেন। বাংলাদেশের মত অনেকগুলো সাহিত্যসেবীও সম্মানীত হয়েছেন ঠিকানার মাধ্যমেই। মোট কথা বলা যায়, রব একজন ভাল মানুষ এবং কমুনিটির জন্যে তার এ প্রয়াস চিরস্থায়ী থাকবে বলে আশা করছি আমরা সকলে।

পরবর্তি পর্বের সূচনা ঘটে ছোট্টমণি ঋদ্ধির কণ্ঠে দেশের গানের মাধ্যমে। বাংলা সংস্কৃতির আলোকে ছায়ানৃত্যে অংশ নেয় ঋদ্ধি, অদ্রিজা, প্রজ্ঞা, সুমাইতা, সুকন্যা, নাসরীন এবং সকলকে নির্মল আনন্দদানকে এ পর্বের সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন পারভিন সুলতানা। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাথে অদ্রিজার নৃত্য সকলকে অভিভূত করে। তার এ সাধনা/চর্চা অব্যাহত থাকলে মার্কিন মুল্লুকে অদ্রিজার সুনাম খুব দ্রুত বিস্তৃত হবে বলে অনুষ্ঠানের সকলে আশা প্রকাশ করেছেন।

সমগ্র অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় বিপাশা হায়াতের লেখা 'বিবসন' নাটিকাটি। মিসিসিপি স্টেটের টুগালো ইউনিভার্সিটির সাইকলজি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপিকা ড. শাহনা খানের অনবদ্য অভিনয় উপস্থিত সকল বয়সী প্রবাসীকে একাত্তরের পাক হানাদারদের বর্বরতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার রুখে দাঁড়ানোর মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। এরপর ব্যাটনরুজ বেঙ্গলী এসোসিয়েশনের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা 'ভাড়াটে চাই' নাটিক মঞ্চস্থ করেন। বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন প্রদানের পর আগ্রহী ভাড়াটিয়াদের গতি-প্রকৃতি মঞ্চস্থ করার সময় ব্যাপক হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। কেউ কুকুরের আবাস, কেউ মদ-জুয়ার আড্ডা, নাচের স্কুল, আবার কেউ ক্লাব-সমিতির জন্যে ভাড়া নিতে চান। ল্যান্ডলর্ড বিরক্ত হয়ে পাড়ার মাস্তানের হুমকি দিতেও কসুর করেন না। এমনি অবস্থায় ল্যান্ডলর্ড তপন সরকার বেছে নেন লাইব্রেরী স্থাপনের প্রস্তাব। এক পর্যায়ে লাইব্রেরীর সাইনবোর্ড লাগানোর মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে নাটিকের। চরম অবক্ষয়ের যুগে পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করতে এ নাটিকের ভূমিকা অপরিসীম বলে দর্শকেরা মন্তব্য করেন।

এতে বিভিন্ন চরিত্রে চমৎকার অভিনয় করেন তপন সরকার, সমরজ্যু চক্রবর্তী, মৃদুল মজুমদার, অনির্বাণ সরকার, কৃষ্ণেন্দু সাহা, বাচ্চু সরকার, সর্বহিতা সরকার, রাজিব মন্ডল নন্দু, অনির্বাণ সরকার সন্তু, রহিত নারায়ন ঘোষাল, শীলা চক্রবর্তি, শ্রীরূপ রায়, ইলা দত্ত, শর্বরী দাসগুপ্ত, প্রিয়গোপাল ব্যানার্জি, বিজয় ঘোষ এবং রূপসজ্জায় ছিলেন শিল্পী ব্যানার্জি। নাটিকাটি রচনা করেছেন নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়।

আলাবামার আর এন্ড এইচ ব্যান্ডের স্বদেশী সঙ্গীতের মূর্ছনায় সকলেই আচ্ছন্ন ছিলেন পুরো সময়।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে পরিবেশন করা হয় মধ্যাহ্নভোজন, বৈকালিক নাস্তা এবং সান্ধ্যকালীন চা-কফি। এর ফলে দর্শক-শ্রোতা-সুধীজনের কাছে পুরো অনুষ্ঠানে আলাদা আকর্ষণ তৈরী হয়। সমাপনী বক্তব্যে ড. রিয়াজ ফেরদৌস শিবলী সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আকাশলীনা লিটারেরী এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের ব্যানারে এ অনুষ্ঠান হয় এবং এ সংগঠনের সেক্রেটারী হলেন কামরুন জিনিয়া। তিনি স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার পাশাপাশি স্বদেশ-সংস্কৃতির লালনে নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রেখে চলেছেন।